সিরাতে মুস্তাকীম

(লা-মাযহাবীদের খণ্ডন)

রচনায়

শাঈখুল হাদীস, উস্তাযুল আসাতিযা, অধ্যক্ষ

হযরত মাওলানা আবু বকর ছিদ্দিক

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

সিরাতে মুস্তাকীম
(লা-মাযহাবীদের খণ্ডন)

রচনায়
শাঈখুল হাদীস, উস্তাযুল আসাতিযা, অধ্যক্ষ
হযরত মাওলানা আবু বকর ছিদ্দিক

সম্পাদনায়
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশনায়
জাগরণ প্রকাশনী
১৫৫, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৮১৯৮৬৩৫৭৬

সিরাতে মুস্তাকীম

[লা-মাযহাবীদের খণ্ডন]

রচনায় ঃ শাঈখুল হাদীস, মুফাচ্ছিরে কুরআন, উস্তাযুল আসাতিযা, অধ্যক্ষ
হযরত মাওলানা আবু বকর ছিদ্দিক
অধ্যক্ষ, আড়াইসিধা কামিল (এম. এ) মাদ্‌রাসা, আশুগঞ্জ, বি.বাড়িয়া।
খতীব, শশীদল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, বি.পাড়া, কুমিল্লা।
সাবেক উপাধ্যক্ষ, আড়াইবাড়ী আলিয়া মাদ্‌রাসা, কসবা, বি.বাড়িয়া।
সাবেক শাঈখুল হাদীস, সৈয়দপুর আলিয়া মাদ্‌রাসা ,দেবিদ্বার, কুমিল্লা।
সাবেক মুহাদ্দিস, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল আলিয়া মাদ্‌রাসা, ফরিদপুর।
সাবেক প্রভাষক, বাগড়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা, বি.পাড়া, কুমিল্লা।
ফোনঃ ০১৮১৮ ৪৯৯ ১৯৩

সম্পাদনায়ঃ **মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান**
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট
বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক ও অনুবাদক

স্বর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকালঃ ১ রজব, ১৪৩৫ হিজরী
১৮ বৈশাখ, ১৪২১ বাংলা
১ মে, ২০১৪ ইংরেজী।

মূল্য ঃ ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

SIRATH-E MUSTAQEEM, (ANSWER TO THE LA-MAZHABIS) WRITEN BY PRINCIPAL MOULANA ABU BAKAR SIDDIQUIE, EDITED BY MOULANA MOHAMMAD ABDUL MANNAN, PUBLISHED BY...JAGORON PROKASONI. HADIYAH:TK. 50/- ONLY

উৎসর্গ

শাহেনশাহে ছিরিকোট হযরত আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
আওলাদে রাসূল, মুর্শিদে বরহক সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
মাওলানা উবায়দুর রহমান
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
পীরে কামেল মাওলানা সৈয়দ আবদুল মান্নান
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
মাওলানা সিরাজুল ইসলাম
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

সূচীপত্র

লেখকের আরজ /০৫
অভিমত /০৬
মুখবন্ধ /০৭
তারাবীহ নামাজ বিশ রাকাত /১০
নামাজে সূরা ফাতিহার পর 'আ-মী-ন' নিম্নস্বরে বলা /২১
আযান ও ইকামাতের ফায়সালা বা সমাধান /২৬
ইমামের পেছনে 'সূরা- ফাতিহা' পড়ার মাস'আলা /২৯
'রফউল ইয়াদাঈন' বা নামাজে বারবার হাত উঠানো /৩৫
মাগরিবের আযানের পর দুই রাকাত নফল নামাজ /৪০
বিতির নামাজ তিন রাকাত /৪৩
নামাজের পর দো'আ /৪৮
সালাফী না খালাফী? /৫৬

লেখকের আরজ

মহান আল্লাহ পাকের সকল প্রশংসা, যিনি বনি আদম আলাইহিস সালামকে সকল মাখলুকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং অগণিত প্রশংসা সেই মহান সত্ত্বার যিনি তাঁর হাবীব, রহমতে আলম, নূরে মোজাচ্ছাম, নবিউল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দূরূদ, ছালাত ও ছালাম সেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর, যাঁর দ্বারপ্রান্তে রোজ হাশরে সকলেই দ্বারস্থ হবে। বর্তমানে একশ্রেণীর লোক দেখা যায়, যারা সমাজে ফিৎনা সৃষ্টির লক্ষ্যে ধর্মে নতুন নতুন আজগুবি কথা বলে বেড়ায়; যেমন বিত্‌র নামায এক রাকাত, তারাবীহ নামায আট রাকাত, নামাজের পর দোয়া নেই, আমীন জোরে বলতে হবে ইত্যাদি। এহেন ফিৎনার নিরসন বহু আগেই হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও তথাকথিত সালাফিরা মাযহাব বিরোধী নানা তৎপরতা নিয়ে ধর্মে নতুন নতুন নিয়ম পদ্ধতি প্রচারে লিপ্ত। এসব নতুন নতুন বিষয়ের কথা যখন পল্লীতে বসবাসরত কোন মুসলিম ভাই শুনেন তখন মনে হয়, তারা আকাশ থেকে পড়েন। যে সকল মানুষ এ মতবাদ প্রচারে লিপ্ত তারা কথায় কথায় বোখারী শরীফের দলীল দেয় তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি, বোখারী শরীফের ভূমিকা অধ্যায়ে এও উল্লেখ আছে যে, "আমি উক্ত কিতাবে নির্দিষ্ট কিছু হাদীস সঙ্কলন করলাম, এছাড়াও আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে।" দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তথাকথিত সালাফীরা হাদীসের কিতাব মানার ক্ষেত্রে শুধু বোখারী শরীফকেই প্রাধান্য দেয়, এমন কি ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অন্যান্য হাদীসের কিতাবকেও তারা তেমন গুরুত্ব দেয় না। আমি আলোচ্য কিতাবে সমসাময়িক কিছু অতি প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করে সংক্ষিপ্তভাবে সুধী পাঠক মহলের কাছে পরিবেশন করলাম।

আমি শোকরিয়া আদায় করি যারা আমাকে সার্বিকভাবে সকল ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করেছেন।

আশাকরি পাঠকের হৃদয়ে সত্য ও সঠিক অবস্থা বোধগম্য হবে। মহান আল্লাহ পাক আমার সামান্য প্রচেষ্টাকে কবুল করুন আমীন, বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন।

(আবু বকর ছিদ্দিক)

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, চ্যানেল আই ও মাই টিভির অনুষ্ঠান পরিচালক, আলোড়ন সৃষ্টিকারী ওয়ায়েজ, ঢাকা সুপ্রিমকোর্ট মাজার জামে মসজিদের খতীব, **শাঈখ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ফারুকী** সাহেব এর

অভিমত

আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি মুনাফিকদের সঠিক জওয়াব দেয়ার জন্য হক্কানী আলেমগণকে তাওফিক দিচ্ছেন। দুরূদ ও সালাম নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কদম মুবারকে, যাঁর প্রতিনিধিত্ব করছেন হক্কানী রব্বানী ওলামা-ই কেরাম। ইয়াজীদ কর্তৃক ইসলামের যেমন ক্ষতি সাধিত হয়েছিল বর্তমানে ওহাবী, সালাফীদের দ্বারাও অনুরূপ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

আমরা মিডিয়াতে জীবন বাজী রেখে আপ্রাণ কাজ করছি। অপরদিকে উলামায়ে আহলে সুন্নাত মাঠে ময়দানে ওয়াজ নসীহত আঞ্জাম দিচ্ছেন। প্রকাশনা জগতে আমাদের তৎপরতা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এহেন অবস্থায় বন্ধুবর অধ্যক্ষ মাওলানা আবু বকর ছিদ্দিক সাহেবকে মুবারকবাদ জানাই; যিনি সমকালীন কতগুলো জরুরী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে 'সিরাতে মুস্তাকীম' তথা 'লা মাযহাবীদের খণ্ডন' নামে একটি প্রমাণ্য কিতাব রচনা করেছেন। সত্যি এই কিতাবের বড় প্রয়োজন আজকের সমাজে। তিনি কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক উত্তর প্রদান করেছেন।

আশাকরি সুধী পাঠক মহল অত্যন্ত লাভবান হবেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলায় কিতাবখানা কবুল করুন। আমীন!

(শাঈখ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ফারুকী)

মুখবন্ধ

বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম

বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে যাঁদের পবিত্র ক্বোরআন, সুন্নাহ্ তথা ইসলামের চার দলীল থেকে মাস'আলা-মাসাইল বের করার যোগ্যতা রয়েছে তাঁরা হলেন 'মুজতাহিদ'। আর যাঁরা ওই পর্যায়ের নন, তাঁরা হলেন 'মুক্বাল্লিদ'। সর্বোচ্চ পর্যায়ের মুজতাহিদ থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক পর্যায়ের মুজতাহিদের জন্য যেমন তাঁদের যোগ্যতানুসারে ইজতিহাদ করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য, তেমনি 'মুক্বাল্লিদ'দের উপরও কোন একজন মুজতাহিদ তথা 'মাযহাবের ইমাম'-এর অনুসরণ (তাক্বলীদ) করাও ওয়াজিব। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন- 'ফাস্আলূ- আহলায্ যিক্‌রি ইন কুন্‌তুম লা-তালামূ-ন।' (যদি তোমরা না জানো তা হলে 'আহলে যিক্‌র' তথা ইমামগণকে জিজ্ঞাসা করো।) সুতরাং ইসলামের প্রকৃত আদর্শ আহলে সুন্নাত'-এর বিশেষ স্বীকৃত বিষয় হলো- 'ইজতিহাদ' ও 'তাক্বলীদ'। গোটা বিশ্বে আজ পর্যন্ত হানাফী, শাফে'ঈ, মালেকী ও হাম্বলী চারটা মাযহাবের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আর বিশ্ব মুসলিমও এর যে কোন একটি মাযহাবের অনুসারী হয়ে আসছেন। ইনশা-আল্লাহ্ ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ অনিন্দ্য সুন্দর ও ফলপ্রসূ নিয়ম অনুসৃত হতে থাকবে।

কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় যে, ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল থেকে এক শ্রেণীর মুসলমান নামধারী লোক 'মাযহাবের অনুসরণ'-এর গুরুত্বকে 'শুধু অস্বীকার করে ক্ষান্ত হয়নি, বরং তারা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক অনুসৃত মাযহাব হানাফী মাযহাব ও ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়ালস্নাহু তা'আলা আনহুর বিরুদ্ধে নানা অপবাদ রচনা করে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়ে আসছে, আর মুসলিম সমাজে আরেকটা গোমরাহীর সংযোজন ঘটাচ্ছে। তারা 'লা-মাযহাবী', 'আহলে হাদীস' ও 'সালাফী' ইত্যাদি নামে নিজেকে পরিচয় দিচ্ছে। তারা কখনো বলছে ইসলামে মাযহাবের অনুসরণের প্রয়োজন নেই; কখনো ইমাম বোখারী ও তাঁর সহীহ্ বোখারী শরীফের বিভিন্ন হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে সরলপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে, অথচ ইমাম বোখারী ছিলেন হয়তো নিজে একজন মুজতাহিদ বিশেষ, নতুবা ইমাম শাফে'ঈর মুক্বাল্লিদ। বলাবাহুল্য, তারাবীহর নামাযের রাক'আত সংখ্যা, সূরা ফাতিহার পর আ-মী-ন বলার ধরন, আযান-ইক্বামতের শব্দাবলীর

সংখ্যা, ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, তাকবীর-ই তাহরীমাহ্ ব্যতীত অন্যান্য তাকবীরগুলোতে হাত উঠানো, 'মাগরিবের আযানের পর ও ফরয নামাযের পূর্বভাগে নফল পড়া, বিতর নামাযের রাক্'আত সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে মাযহাবের সম্মানিত ইমামগণ নিজ সমাধান দিয়েছেন এবং প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীগণ নিজ নিজ ইমামের সমাধান অনুযায়ী আমল করে আসছেন। এটা শরীয়তেরও ফয়সালা। সুতরাং হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ (বিশ্বের অর্দ্ধ সংখ্যক মুসলমান) ইমাম-ই আ'যমের সমাধান অনুসারে তারাবীহ্ নামায বিশ রাক্'আত পড়েন, সূরা ফাতিহার পর 'আ-মী-ন' নিম্নস্বরে বলেন, আযান ও ইক্বামত প্রচলিত নিয়মানুসারে দিয়ে থাকেন, নামাযে তাকবীর-ই তাহরীমাহ্ ছাড়া অন্য কোন তাকবীর-এ হাত উঠান না, মাগরিবের আযানের পর ফরয নামাযের পূর্বে নফল পড়েন না, বিতরের নামায তিন রাক্'আত পড়েন আর নামাযের পর হাত তুলে দো'আ-মুনাজাত করে থাকেন। অবশ্য অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণ ভিন্নভাবে এ সবের সমাধান দিয়েছেন।

বলাবাহুল্য, প্রত্যেক ইমাম আপন আপন সমাধানের পক্ষে পবিত্র ক্বোরআন-সুন্নাহ্ তথা ইসলামের মৌলিক দলীলাদির উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। ফিক্বহ্ শাস্ত্রের ইমামগণ প্রত্যেক ইমামের উপস্থাপিত দলীলাদি বিশ্লেষণও করেছেন। এতে দেখা গেছে যে, হানাফী মাযহাবের দলীলাদিই সর্বাধিক মজবুত ও গ্রহণযোগ্য। এজন্যই গোটা বিশ্বে আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হলেন 'ইমাম-ই আ'যম, আর তাঁর প্রবর্তিত মাযহাবই শ্রেষ্ঠতম মাযহাব।

কিন্তু লা-মাযহাবী সম্প্রদায়টার আক্বীদা যেমন আহলে সুন্নাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, তাই তারা গোমরাহ্ বা ভ্রান্ত, তেমনি তাদের প্রচারণাগুলোও বিভ্রান্তিকর। বিশেষতঃ আমাদের বাংলাদেশের আহলে হাদীস, লা-মাযহাবীদের বিভ্রান্তির ধরণ আজব প্রকৃতির। যেহেতু এদেশের প্রায়সব মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী, সেহেতু তারা হানাফী মাযহাবে উপরিউক্ত বিষয়াদিতে প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলোর বিরোধিতা নানানা কৌশলের মাধ্যমে করে আসছে। তারা মূলতঃ বিরোধিতা করে সব মাযহাবেরই, কিন্তু হানাফী মাযহাবের বিরোধিতায় যেসব কথা বলে, সেগুলো অন্য মাযহাবগুলোর যে কোন একটির সাথে মিলে যায়; অথচ তারা তাদের বক্তব্যকে শাফে'ঈ, হাম্বলী, মালেকী, মাযহাবের অনুরূপ না বলে হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে নানা অমূলক সমালোচনা ও অপপ্রচারে মেতে উঠে। এটাও এক প্রকার জঘন্য খিয়ানত ও প্রতারণা বৈ-কিছুই নয়। সুতরাং এখন আহলে সুন্নাতের কর্তব্য হচ্ছে- এসব লা-মাযহাবীর স্বরূপ উন্মোচন করা, তাদের গোমলাহীকে চিহ্নিত করা এবং হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিকতর গ্রহণযোগ্যতাকে প্রমাণ করা।

অতি সুখের বিষয় যে, আমাদের হানাফী সুন্নী ওলামা-মাশাইখ তাদের খেলনী, বক্তব্য ও আমলের মাধ্যমে এ কর্তব্য সুচারুরূপে সাহসিকতার সাথে পালন করে আসছেন। অতি সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞ সুন্নী হানাফী আলিম-ই দ্বীন, শায়খুল হাদীস, মুফাস্‌সির-ই ক্বোরআন, উস্তাযুল আসাতিযাহ্ হযরতুল আল্লামা অধ্যক্ষ আবূ বকর সিদ্দীক্ব 'সিরাতে মুস্তাকীম' শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন। তাতে তিনি নয়টি এমন অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রামাণ্যভাবে আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছেন সেগুলো নিয়েই প্রায়শ লা-মাযহাবীরা বিতর্কে লিপ্ত হবার অপপ্রয়াস চালায়। তিনি এসব বিষয়ে তাঁর জ্ঞানগত দক্ষতা প্রমাণ করেছেন, অন্যদিকে ওইসব বিষয়ে আহলে হাদীস-নামধারী লা-মাযহাবী সালাফী সম্প্রদায়ের উত্থাপিত খোঁড়া যুক্তি-প্রমাণগুলোর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। আমি পুস্তিকাটার আদ্যোপান্ত দেখেছি। ভাষাগত ও বিন্যাসগত সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহযেগিতা করেছি।

পরিশেষে, পুস্তিকাটা যে অত্যন্ত সময়োপোযোগী ও মুসলিম সমাজের জন্য অতি প্রয়োজনীয়, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি সম্মানিত লেখক, প্রকাশক ও সহযোগীদেরকে এহেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং পুস্তিকাটার বহুল প্রচার কামনা করছি।

(মাওলানা) মুহাম্মদ আবদুল মান্নান,
চট্টগ্রাম।

তারাবীহ নামাজ বিশ রাকাত

পাঠক ভাইয়েরা! বর্তমানে ইসলামের নতুন কিছু ধারা নিয়ে বের হয়েছে নব্য ছালাফী জামাত, তারা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, তন্মধ্যে অন্যতম হলো তারাবীহ নামাজ। কুরআন-সুন্নাহর সুষ্ঠু ফায়সালা হচ্ছে সালাতুত তারাবীহ বিশ রাকাত। তা সত্ত্বেও আহলে হাদীস, লা মাযহাবী ও তথাকথিত সালাফী নামধারী গোষ্ঠীর লোকজন বলে বেড়ায় তারাবীহ নামাজ নাকি আট রাকাত। তাদের এহেন কথার উত্তর সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

তারাবীহ নামাজ বিশ রাকাত সংক্রান্ত দলীলসমূহ

১. হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আমলে তিনি এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন নি'মাতিল বিদ্‌'আতু হাযিহী অর্থাৎ এটা অতি উত্তম নব আবিস্কৃত নিয়ম। তৎকালে জামাতের সহিত ২০ রাকাত নামাজের নিয়ম পদ্ধতি চালু হয়, এর উপর ছাহাবায়ে কেরামগণের এজমা (ঐকমত্য) হয়েছে। ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'মোয়াত্তা' নামক কিতাবে, হযরত ছায়েব বিন ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেনঃ

قَالَ كَمَا نَقُوْمُ فِىْ عَهْدِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً (رواه البيهقى باسناد صحيح).

অর্থঃ আমরা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ নামাজ পড়তাম। (ইমাম বায়হাকী ছহীহ সনদে উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন)।

২. ইবনে সুন্নী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত উবাই ইবনে কা'আব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ২০ রাকাত নামাজের ইমামতি করেছেন।

৩. বায়হাকী শরীফে উল্লেখ আছেঃ

عَنْ اَبِى الْحَسَنَاتِ اَنَّ عَلَىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

অর্থঃ হযরত আবুল হাছানাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন যেন তারাবীহ নামাজ ৫ 'তারবিয়াহ' সহকারে তথা (৪ x ৫) ২০ রাকাত আদায় করে।

৪. ইবনে আবি শায়বা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ইমাম তাবরানী ও ইমাম বায়হাকী, ইমাম বগভী থেকে বর্ণনা করেনঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

অর্থঃ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহে রমজানে ২০ রাকাত তারাবীহ নামাজ পড়তেন।

৫. বায়হাকী শরীফে আরো উল্লেখ আছেঃ

عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ السَّلَمِىِّ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ رَأَعَى الْقُرَّاءَ فِىْ رَمَضَانَ فَاَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّى النَّاسَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَ كَانَ عَلِىٌّ يُوْتِرُ بِهِمْ.

অর্থঃ হযরত আবু আবদুর রহমান ছালামী থেকে বর্ণিত, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রমজান মাসে কারী (তারাবীহ নামাযের ইমামগণের প্রতি নজর রাখতেন এবং এক ব্যক্তিকে ২০ রাকাত পড়ানোর নির্দেশ দেন এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের সাথে বিত্‌রের নামাজ আদায় করতেন।

৬. জামে' তিরমিযী শরীফে 'সওম অধ্যায়ে' হাদীস উল্লেখ করার পর ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ

اَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ عَلى مَا عَلَيْهِ عَلِىٌّ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ و عُمَرُ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَ غَيْرُ هُمَا مِنْ اَصْحَاب النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً. وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَ ابْنِ الْمُبَارَكِ. وَ قَالَ الشَّافِعِىُّ اَدْرَكْتُ بَلَدَ مَكَّةَ يُصَلُّوْنَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

অর্থঃ আহলে এলেমগণ সকলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে বর্ণনা করেন, সে মতে একমত পোষণ করেন, যা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের আমল ছিল যে, তাঁরা তারাবীহ ২০ রাকাত আদায় করতেন। উক্ত মতে হযরত ছুফিয়ান ছাওরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইবনে মোবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি ঐকমত্য পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি মক্কায় ২০ রাকাত তারাবীহ নামাজ পড়তে দেখেছি।

৭. ফাতহুল মুলহিম শরহে মুছলিম, ২য় খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছেঃ

رَوَى مُحَمَّدُ بْنِ نَصْرٍ مِنْ طَرِيْقِ عَطَاءٍ قَالَ اَدْرَكْتُهُمْ يُصَلُّوْنَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَ ثَلاَثَ رَكْعَاتِ الْوِتْرَ.

অর্থঃ মুহাম্মাদ বিন নছর রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আতা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সনদে বর্ণনা করেন যে, আমি ছাহাবায়ে কেরামকে ২০ রাকাত তারাবীহ নামাজ এবং বিতিরের নামাজ ৩ রাকাত পড়তে দেখতে পেয়েছি।

৮. উমদাতু কারী শরহে বোখারী, ৫ম খণ্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছেঃ

وَ رَوَى الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ رَبَابٍ عَنْ سَائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ الْقِيَامُ عَلى عَهْدِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ ثَلاَثَ وَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً. قَالَ عَبْدُ اللهِ هذَا مَحْمُوْلٌ عَلى اَنَّ الْوِتْرَ الثَّلاَثُ.

অর্থঃ হযরত হারেছ বিন আবদুর রহমান বিন আবু রুবাব রহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত ছায়েব বিন ইয়াজিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর জামানায় ২৩ রাকাত নামাজ মাহে রমজানে পড়া হতো। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, তন্মধ্যে ৩ রাকাত বিতিরের নামাজ ছিল।

৯. উমদাতুল কারী গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছেঃ

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ يُصَلِّىْ بِنَا فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ. قَالَ الاَعْمَشُ كَانَ يُصَلِّىْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমাদেরকে নামাজ পড়াতেন মাহে রমজানে, হযরত আ'মাশ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তিনি ২০ রাকাত নামাজ পড়াতেন।

১০. উমদাতুল কারী, ৫ম খণ্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছেঃ

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَ هُوَ قَوْلُ جَمْهُوْرِ الصَّحَابَةِ وَ الْعُلَمَاءِ وَ بِه قَالَ الْكُوْفِيُّوْنَ وَ الشَّافِعِىُّ وَ اَكْثَرُ الْفُقَهَاءُ وَ هُوَ الصَّحِيْحُ مِنْ كَعْبٍ مِنْ غَيْرِ خِلاَفٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

অর্থঃ ইবনে আবদুল বার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তারাবীহ নামাজ ২০ রাকাত এটাই জমহুর ছাহাবায়ে কেরাম ও উলামায়ে কেরামের মত। এমনই বলেছেন আহলে কুফা ও ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি

আলাইহি এবং অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরাম। এটাই হযরত ওবাই বিন কাআব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ছহীহ বর্ণনা, এতে সাহাবায়ে কেরামের কারো দ্বিমত ছিল না।

১১. মোল্লা আলী কারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি শরহে নেকায়ায় বলেনঃ

فَصَارَ اِجْمَعًا لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِىْ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ اَنَّهُمْ كَانُوْ يُصَلُّوْنَ عَلى عَهْدِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَ عَلى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَ عَلِيٍّ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ.

অর্থঃ উক্ত মাছআলার উপর এজমা' (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তারাবীহ নামাজ ২০ রাকাত। কেননা ইমাম বাইহাকী ছহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর জমানায় ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তেন এবং হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর যুগেও ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া হতো।

১২. আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী সাহেব তার 'মাজমুআয়ে ফাতাওয়া' গ্রন্থে, ১ম খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে, আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বর্ণনায় দেখা যায়ঃ

اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلى اَنَّ التَّرَاوِيْحَ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً.

অর্থঃ সাহাবায়ে কেরামগণ ২০ রাকাত তারাবীহ নামাজের বিষয়ে একমত হয়েছেন।

বর্ণিত প্রমাণাদি দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, তারাবীহ নামাজ ২০ রাকাত, তাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। যারা নব্য সালাফী জামাত হিসাবে আবির্ভূত হয়ে ৮ রাকাত তারাবীহ পড়েন এটা তাদের ইচ্ছামতই পড়ছেন। কোথাও ৮ রাকাতের কথা নাই। তারা সমাজে ফেতনা সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই করতে

পারবে না। সকল ইমামের সেরা ইমাম হযরত আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'তাবেয়ী' ছিলেন; সকল ইমাম তাঁর পরিবার (অনুগামী) বলে নিজেকে ধন্য মনে করতেন; তিনিও ২০ রাকাতের পক্ষে মত দিয়েছেন।

যারা তারাবীহ নামাজ আট রাকাত মনে করেন, তাদেরকে যদি প্রশ্ন করি যে, বোখারী শরীফে দু-চারটা হাদীস নিয়ে পাগল হয়ে গেলেন; ঐ হাদীসগুলো কি ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও অন্যান্য ইমামগণ তাঁরা জানতেন না? তিনি কি আট রাকাতের হাদীসখানি দেখেননি? তাঁরা দু-চারটা নয় বরং শতশত হাদীসের সমন্বয়ে একটি মাছআলা বের করতেন, যা ছিল নির্ভুল। কাজেই যারা দু-একটি হাদীস নিয়েই বলেন যে, পেয়েছি, পেয়েছি; তারা মূলত জাহেল ও অজ্ঞ। বস্তুতঃ আট রাক'আতের বর্ণনা সম্বলিত হাদীস ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। ব্যাখ্যাটাও এখানে প্রদান করা হলো।

আট রাকাত তারাবীহ এর পক্ষে উপস্থাপিত হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা

মিশকাত শরীফে কিয়ামে 'রমজান অধ্যায়ে' এবং 'মোয়াত্তা এ মালেক' এ উল্লেখ আছে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উবাই ইবনে কাআব এবং তামিম দারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে হুকুম প্রদান করেন যেন মানুষ এগার রাকাত নামাজ পড়ে। আট রাকাত তারাবীহ এবং ৩ রাকাত বিতির।

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

১. উক্ত হাদিসটি মুদ্বতারাব (দ্বিধাযুক্ত), অনুরূপ হাদীস দিয়ে দলীল দেয়া বৈধ নয়। কেননা এই হাদীসের রাবী 'মুহাম্মাদ বিন ইউছুফ' মুয়াত্তায় এগার রাকাতের বর্ণনা করেন এবং মুহাম্মাদ বিন নছর মারুজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই 'মুহাম্মাদ বিন ইউছুফ' হতে মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের সনদে ১৩ রাকাতের বর্ণনা দেখা যায়। মুহাদ্দিস আবদুর রাজ্জাকও এই 'মুহাম্মাদ বিন ইউছুফ' থেকে অন্য সনদে ২১ রাকাতের বর্ণনা করেন। ফতহুল বারী

শরহে বোখারীতে বিস্তারিত আছে। একই রাবীর বর্ণনায় ৮, ১১, ১৩ ও ২১ রাকাতের মতভেদ দেখা যায়; একে এজতেরাব (সংশয়যুক্ত) বলা হয়। অনুরূপ বর্ণকারীর হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

২. যারা এ হাদীস দ্বারা তারাবীহ আট রাকাত সাবেত করার চেষ্টা করেন; তারাই উক্ত হাদীসের শেষাংশ স্বীকার করেন না, যাতে বলা হয়েছে বিতির ৩ রাকাত, অথচ তারা বিতির এক রাকাত পড়েন। তা হলে তো তারাবীহ হবে তাদের মতে (১১-১) ১০ রাকাত, তারা কিভাবে ৮ রাকাত ছাবেত করেন? অন্য দিকে ছহীহ হাদীস দ্বারাও বিতির ৩ রাকাত স্বীকৃত। তারা হাদীসের একাংশের পক্ষে এবং অন্য অংশের বিপক্ষে। তাই বর্ণিত হাদীস দিয়ে তাদের দলীল দেয়া মারাত্মক ভুল বলে প্রতীয়মান হয়।

তাই বিশ রাকাত আমল করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর সুন্নাতসহ আমলে আনা যায়। তা কতই উত্তম! কেননা হারাম শরীফেও ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া হয়। যারা আট রাকাত বলে বেড়ান তারা ফেৎনা সৃষ্টিকারী। তাদের থেকে অনেক অনেক দূরে থাকুন।

৩. বোখারী শরীফে আছে, আবু ছালমা রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কে প্রশ্ন করে ছিলেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহে রমজানে কত রাকাত নামাজ পড়তেন, তিনি উত্তরে বলেনঃ

مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ يَزِيْدُ رَمَضَانَ وَ فِىْ غَيْرِهِ اِحْدٰى عَشَرَ رَكْعَاتٍ.

অর্থঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহে রমজানে এবং তার বাইরে ১১ রাকাতের অধিক পড়তেন না।

এই হাদীসটি বোখারী শরীফে ‘তাহাজ্জুদ অধ্যায়ে’ উল্লেখ আছে। বুঝা গেল তাহাজ্জুদ নামাজ ৮ রাকাত ও বিতির ৩ রাকাত। এই বর্ণনায় নামাজের দ্বারা তাহাজ্জুদ নামাজ বুঝানো হয়েছে। তারাবীহ নয়, কেননা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণনা করেন, রমযানে ও অন্য সময়ে (রমযানের বাইরে) আট রাকাত হতে বেশী নামাজ পড়তেন না, এর দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে তা সর্বদা পড়তেন, এটি তারাবীহ নয়; বরং আট রাকাত তাহাজ্জুদ।

তিরমিযী শরীফে একে ছালাতুল লাইল বা রাতের নামাজ বলা হয়েছে, তারাবীহ নয়। আট রাকাত তাদের মন গড়া আমল।

তিরমিযী শরীফের বর্ণনা মতে দেখা যায়, মক্কাবাসীগণ তারাবীহ ২০ রাকাতের উপর একমত হন। মদীনাবাসীগণ মোট ৪১ রাকাত পড়ে থাকেন। মক্কা মদীনায় কেহ আট রাকাত পড়েন না।

তাহলে মক্কা ও মদীনাবাসীগণ কি বিদআতী ও ফাসেক? (নাঊযু বিল্লাহ); সাহাবাগণ কী বিদআতী ছিলেন? (নাঊযু বিল্লাহ)। তাই অল্প বিদ্যা নিয়ে সবকিছুকে বিদআত বিদআত, শিরক শিরক ইত্যাদি বলা থেকে নিজের জবানকে হেফাজত করুন।

বর্ণিত দালায়েল ও জবাব দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হলো যে, তারাবীহ নামাজ ২০ রাকাত। আট রাকাত তারাবীহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েন নাই; কোন সাহাবী, তাবেয়ী ও কোন ইমামগণ পড়েন নাই। মাযহাবে হানাফী ও চার মাযহাবের ইমামগণের মত অনুযায়ী তারাবীহ ২০ রাকাত।

সুন্নাতে হাসানাহ (নতুন পদ্ধতি) এর স্বীকৃতি ও ফযীলত

হাদীস শরীফে আছেঃ

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَه اَجْرُهَا وَ اَجْرُ مَا عَمِلَ بِهَا.

অর্থঃ যে কোন উত্তম প্রথা প্রবর্তন করলো, সে তার সওয়াব (বিনিময়) পাবে এবং তাতে যারা যত আমল করবে তার সওয়াব (বিনিময়)ও পাবে। (বোখারী ও মুসলিম)।

২০ রাকআত তারাবীহ নামাজ সুন্নাতে হাসানাহঃ

১. ২০ রাকআত তারাবীহ নামাজ সুন্নাতে খোলাফায়ে রাশেদীন।
২. ২০ রাকআত তারাবীহ নামাজ সুন্নাতে আহলে বাইত।
৩. ২০ রাকআত তারাবীহ নামাজ সুন্নাতে আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ।
৪. ২০ রাকআত তারাবীহ নামাজ সুন্নাতে উম্মাহাতুল মুমিনীন।
৫. ২০ রাকআত তারাবীহ নামাজ সুন্নাতে আনসার ও মুহাজিরীন।
৬. ২০ রাকআত তারাবীহ নামাজ সুন্নাতে সাহাবায়ে কিরাম আজমাঈন।
৭. ২০ রাকআত তারাবীহ নামাজ সুন্নাতে তাবিয়ীন।
৮. ২০ রাকআত তারাবীহ নামাজ সুন্নাতে তাবে-তাবিয়ীন।
৯. ২০ রাকআত তারাবীহ নামাজ সুন্নাতে সালফে সালিহীন।
১০. ২০ রাকআত তারাবীহ নামাজ সুন্নাতে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন।
১১. ২০ রাকআত তারাবীহ নামাজ সুন্নাতে খায়রুল কুরূন।
১২. ২০ রাকআত তারাবীহ নামাজ সুন্নাতে মুতাকাদ্দিমীন।
১৩. ২০ রাকআত তারাবীহ নামাজ সুন্নাতে মুতাআখখিরীন।
১৪. ২০ রাকআত তারাবীহ নামাজ সুন্নাতে উম্মাতে মুসলিমীন।
১৫. ২০ রাকআত তারাবীহ নামাজ সুন্নাতে হাসানাহ (লিদ্দীন)।

এসবের যে কোন একটিই দলীল হিসেবে যথেষ্ট। যারা এর বাইরে কিছু বলতে চান, তারা মূলত উপরোক্ত আয়াতসমূহ ও হাদীসসমূহ অস্বীকার করেন এবং নিজেদেরকে এঁদের চেয়ে শরীয়াহ বিষয়ে বিজ্ঞ আলেম, বেশী সুন্নাতপন্থী ও বড় পরহেযগার মনে করেন।

সুতরাং

(১) যারা সুন্নাতে হাসানাহ গ্রহণ করেন,

(২) যারা সুন্নাতে কায়িমাহ অনুসরণ করেন,
(৩) যারা খায়রুল কুরূনকে অনুসরণীয় মানেন,
(৪) যারা আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের ফিকাহ অনুকরণ করেন,
(৫) যারা সালফে সালিহীনের পথে চলেন,
(৬) যারা তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনদের অনুকরণীয় মনে করেন,
(৭) যারা সাহাবায়ে কিরামকে (দ্বীন, ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে) সত্যের মানদন্ড মনে করেন,
(৮) যারা আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহর শান জানেন,
(৯) যারা আহলে বাইতকে ভালোবাসেন,
(১০) যারা খোলাফায়ে রাশেদীনকে শ্রদ্ধা করেন

তাঁরাই ২০ রাকআত তারাবীহ পড়ে সুন্নাতে হাসানাহ সম্পন্ন করেন।

আশা করি, উপরোক্ত দলীলাদীর মাধ্যমে অযথা এবং আয়েশী বিতর্কের অবসান ঘটবে, ইন শা-আল্লাহ।

(ক) মহান খলীফাগণ, (খ) সাহাবায়ে কিরাম, (গ) খায়রুল কুরূনের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, (ঘ) আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও (ঙ) সালফে সালেহীনের আমলকৃত এ অবিসংবাদিত সুন্নাত, ২০ রাকআত তারাবীহ নামাজ অতীতের মত বর্তমানেও মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের পবিত্র মাসজিদগুলোতে (হারামাইন-শরীফাইনে) যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোন দ্বিমত নেই।

তারাবীহ নামাজ তাহাজ্জুদ নয়। এটি পবিত্র রমযান মাসের বিশেষ নামাজ। ইসলামের প্রথম যামানা থেকেই ২০ রাকআত তারাবীহ চলে এসেছে। এটা সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণের অনুসৃত সুন্নাত। দুনিয়ার সকল মুজতাহিদ ইমাম, আলেম, পীর-মাশায়েখ ও উম্মাতে মুসলিমাহ দেড় হাজার বছর যাবত এভাবেই আমল করে এসেছেন। এ ব্যাপারে নতুন বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

এতে দ্বিমত পোষণ করলে হয়তো 'সাহাবায়ে কিরামকে বিদআতী' বলতে হবে (নাঊযু বিল্লাহ!); '৮ রাকআত ওয়ালা বিদআতী' বলতে হবে। আপনি কি বলবেন?

আট রাকআত পড়ে চলে গেলে কি কি সমস্যা হয়?

১. পুরো কিয়ামুল লাইলের সওয়াব থেকে মাহরূম (বঞ্চিত) হয়।
২. খোলাফায়ে রাশেদীনসহ সাহাবায়ে কিরামকে অবমাননা ও অসম্মান করা হয়।
৩. ইমামের আনুগত্যে শিথিলতা প্রকাশ পায়।
৪. মসজিদের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।
৫. নামাযের কাতারে অসুবিধা হয়।
৬. অন্যান্য মুসল্লীদের ইবাদাতে বিঘ্ন হয়।
৭. যারা ২০ রাকআত পড়েন তাদের সাথে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়।
৮. উম্মাতের ঐক্য বিনষ্ট হয়।

শেষ কথা হলোঃ তারাবীহ নামায ২০ রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ; 'তারাবীহ নামায ৮ রাকআত' বলা ক্ষতিকর বিদআত।

তাই আসুন, আমরা সকল প্রকার দ্বিধা সংশয় মুক্ত হয়ে, শরীয়তের স্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতি (সুন্নাতে কায়েমাহ) সাহাবায়ে কেরামের মতই সবসময় পালন করি। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদের সকলকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়েম রাখুন, আমীন!

---০---

নামাজে সূরা ফাতিহার পর 'আ-মী-ন' নিম্নস্বরে বলা

বর্তমানে নব্য সালাফী জামাত কর্তৃক সৃষ্ট আরেকটি সমস্যা হলো নামাজে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহার পর 'আমীন' উচ্চ আওয়াজে বলা। তারা জোরে (উচ্চ স্বরে) 'আমীন' বলার প্রথা চালু করতে সমাজে মরিয়া হয়ে উঠেছে; অথচ হাজার বছর পূর্বে এই সকল মাছআলার সমাধান হয়েছে। নতুন করে বলার ও প্রচারের কোন প্রয়োজন নেই। ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি জোরে 'আমীন' বলার পক্ষে। নব্য সালাফীরা মাযহাব স্বীকার করেন না; অথচ তাদের কার্যকালাপ বিশেষ মাজহাবের আমলের অনুরূপ। মাযহাব বলতে তাদের লজ্জা বোধ হয়, বর্তমানে তারা সালাফী নামে ঘুরে বেড়ান।

'আমীন' নিম্নস্বরে (নিরবে) বলার পক্ষের দলিলসমূহ

১. হযরত ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আমীন' নিরবে বলার পক্ষে ছিলেন। সে মর্মে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হানাফীগণ দলিল রূপে পেশ করেন, যা হযরত আহমাদ, আবু দাউদ, আবু ইয়া'লা, ইমাম তাবরানী, দারু কুতনী, ইমাম হাকিম বর্ণনা করেনঃ

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّه صَلّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ اَخْفى بِهَا صَوْتَه. وَ فِىْ رِوَايَةٍ خَفَضَ بِهَا صَوْتَه وَ قَالَ صَحِيْحُ الاِسْنَادِ.

অর্থঃ আলকামা বিন ওয়ায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, বর্ণিত তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নামাজ আদায় করেন। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّيْنَ বললেন তখন

(اَخْفٰى صَوْتَه) اٰمِيْنَ ‘চুপে চুপে’ বললেন। অন্য বর্ণনায় আছে (خَفَضَ صَوْتَه) আমীন ‘নিম্ন স্বরে’ বললেন। এই হাদিসটির সনদ ছহীহ।

২. ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাছান শায়বানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কিতাবুল আছারে উল্লেখ করেনঃ

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخعِىْ قَالَ اَرْبَعٌ يَخْفِضُهُنَّ الاِمَامُ اَلتَّعَوُّذَ وَ بِسْمِ اللهِ وَ سُبْحَانَكَ وَ اٰمِيْنَ.

অর্থঃ হযরত ইমাম নাখয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, ইমাম ৪টি বিষয় চুপে চুপে বলবে। (১) আউজু বিল্লাহ ... , (২) বিস্‌মিল্লাহ ... , (৩) সুবহানাকা ... (ছানা) ও (৪) ‘আমীন’।

৩. ইমাম তাবরানী আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণনা করেনঃ

عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَ عَلِى رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ يَجْهَرَانِ بِسْمِ اللهِ وَ اٰمِيْنَ. قَالُوْا اَيْضًا اٰمِيْن دُعَاءٌ اَلاَصْلُ فِى الدُّعَاءِ الاِخْفَاءُ.

অর্থঃ আবু ওয়ায়েল রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিস্‌মিল্লাহ্ ... ও ‘আমীন’ জোরে পড়তেন না। তাঁরা বলেন ‘আমীন’ হলো দোয়া; আর দোয়ার মূল বিধান হলো চুপে চুপে বলা।

যখন হাদীসের মধ্যে বিভিন্ন রূপ দেখা যায় তখন ‘হেদায়া’ লেখক হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীসের দিকে ফিরে যান। দেখা যায় তিনি নিম্নস্বরে ‘আমীন’ বলতেন; কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও নিম্নস্বরে বলার প্রমাণ রয়েছে।

৪. আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً.

অর্থঃ তোমরা আল্লাহর নিকট কান্নাভরে গোপনে প্রার্থনা কর। (সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ৫৫)।

এতে সন্দেহ নেই যে, ‘আমীন’ হলো দোয়া; সুতরাং দ্বন্দ্বের অবসান কল্পে চুপে চুপে পড়াই প্রাধান্য পাবে। কেননা ‘আমীন’ কুরআনের আয়াত নয়, এ বিষয়ের উপর এজমা হয়েছে; সুতরাং এতে কুরআনের মতো আওয়াজ করা সমিচীন নয়। যার কারণে মাসহাফেও তা লেখা হয় নাই। তাই ‘আমীন’ ইমাম মোক্তাদী সকলেই চুপে চুপে বলবেন, ইহাই নামাজের নিয়ম।

৫. ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম নাসায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম ইবনে মাজাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণনা করেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اَمَّنَ الاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّه مَنْ وَافَقَ تَاْمِيْنُه تَاْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه.

অর্থঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ইমাম যখন ‘আ-মী-ন’ বলবে তখন তোমরাও ‘আ-মী-ন’ বলো; কেননা যার ‘আ-মী-ন’ ফেরেশতাদের ‘আ-মী-ন’ এর সাথে মিলে যাবে তার অতীতের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

যেহেতু ফেরেশতাদের ‘আমীন’ নিঃশব্দ, তাই আমাদের ‘আমীন’ও একইভাবে নিরবে হওয়াই হাদীসের অনুকূলে।

৬. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ও কিতাবুল আছারে উল্লেখ আছে, যা ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে তিনি ইবরাহীম নাখয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণনা করেনঃ

اَرْبَعٌ يُخْفِيْهِنَّ الاِمَامُ اَلتَّعَوُّذُ وَ بِسْمِ اللهِ وَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ اٰمِيْنَ.

অর্থঃ ৪টি জিনিস ইমাম নিচু স্বরে বলবেনঃ (১) তাআওউয (আউজু বিল্লাহ ...), (২) বিস্‌মিল্লাহ ... , (৩) সুবহানা- কাল্লাহুম্মা ... (ছানা) ও (৪) 'আ-মী-ন'।

উচ্চস্বরে বলার হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা

১। যেখানে 'আম্মিনূ' اَمِّنُوْا (তোমরা 'আ-মী-ন' বল) আছে সেখানে আমর (আদেশ) এর জন্য নয়, বরং ফজিলত বর্ণনার জন্য বলা হয়েছে।

২। যেসকল হাদীসে مَدَّ بِهَا صَوْتَه (দীর্ঘ করলেন তাঁর আওয়াজ) বাক্যাংশটি এসেছে তথায় তালিম (শিক্ষা) দানের জন্য বলা হয়েছে। যেমনঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা কখনো জানাজার নামাজে দোয়া জোরে পড়েছেন, অথচ আস্তে বলার কথা ছিল। শিক্ষা দানের জন্য তিনি এরূপ করেছেন।

৩। مَدَّ بِهَا صَوْتَه (দীর্ঘ করলেন তাঁর আওয়াজ) কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে 'মাদ' مَد (দীর্ঘ) করে পড়েছেন; এর বিপরীত 'কছর' قصر (হ্রাস করে বা দ্রুত) পড়েননি।

৪। হযরত ওয়ায়েল বিন হাজর রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে দু ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ

(ক) হযরত ছুফিয়ান ছাওরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সনদে رَفَعَ بِهَا صَوْتَه (তিনি তাঁর আওয়াজ উচ্চ করলেন) এর বর্ণনায় আছে।

(খ) শু'বা রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে خَفَضَ بِهَا صَوْتَه (তিনি তাঁর আওয়াজ নিচু করলেন) রয়েছে।

দ্বিমতপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া গেলে সে হাদীস অনুসারে আমল করা হয়না কিন্তু এখানে শু'বা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বর্ণনা প্রাধান্য পাবে; কেননা সুফিয়ান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শুবা 'আমীরুল মুমিনিন ফিল হাদীস' ছিলেন।

৫। আহনাফের বর্ণনায় শুবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত خَفَضَ بِهَا صَوْتَه (তিনি তাঁর আওয়াজ নিচু করলেন) হাদীসটি এই মূল সূত্রে ও প্রেক্ষাপটে প্রাধান্য পাবে যে, اَصْلٌ فِى الْعِبَادَةِ السِّرُّ (এবাদত চুপে চুপে করাই মৌলিক নিয়ম)।

৬। আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ.

অর্থঃ যারা নামাজে ভয় ভীতির সহিত অবস্থান করে। (সূরাঃ মু'মিনূন, আয়াতঃ ২)।

এখানেও চুপে চুপে করার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৭। আল্লাহ পাক বলেনঃ

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً.

অর্থঃ তোমরা আল্লাহর নিকট বিনয়ের সহিত নিরবে চাইবে। (সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ৫৫)।

এখানেও জোরে বলার কথা নেই; বরং গোপনে বা নিরবের কথা উল্লেখ রয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে 'আমীন' আস্তে আস্তে বলাই উত্তম, জোরে বলার কোন অকাট্য দলিল নেই। কাজেই নব্য জামাতের ফাঁদে পড়ে ছহীহ মাছআলা ও হানাফী মাযহাবকে বর্জন করা কারো জন্য উচিৎ হবে না।

---o---

আযান ও ইকামাতের ফায়সালা বা সমাধান

(যেই ভাবে আযান দিবে, সেই ভাবে ইকামাত দিবে।)

পাঠক ভাইয়েরা অতি শুদ্ধাচারী! এক দল মাঠে নেমেছে তারা আজানে ও ইকামাতে ফরক সৃষ্টি করেন যদিও কুরআন সুন্নাহর ফায়সালা হচ্ছে আযান ও ইকামাতের শব্দাবলী এক ও অভিন্ন হবে, তবু তারা আযানে দু'বার ও ইকামাতে এক বার শব্দাবলী উচ্চারণ করে থাকে। তাদের এ আমল গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ যুগ যুগ ধরে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আমল চলে আসছে। তাই সঠিক পথ ও মত দলিল সহ নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করছি।

১। তিরমিযী শরীফ, ৪৮পৃষ্ঠায় আছেঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِى الاذَانِ وَ الاقَامَةِ. وَ قَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ الاذَانُ مَثْنى مَثْنى وَ الاقَامَةُ مَثْنى مَثْنى. وَ بِه يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَ اَهْلُ الْكُوْفَةِ.

অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আযান ও ইকামাত ছিল দুইবার দুইবার করে। বিশিষ্ট আহলে ইলমগণ আযান ও ইকামাতে দুইবার দুইবার বলার মত পোষণ করেন। সে মতে ইমাম ছুফিয়ান ছাওরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইবনুল মোবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং কুফাবাসী ফকীহগণ মতামত পেশ করেন।

২। ইবনে খুজাইমা তার ছহীহ কিতাবে উল্লেখ করেনঃ

وَ بِلَفْظِه فَعَلَّمَهُ الاذَانَ وَ الاقَامَةَ مَثْنى مَثْنى وَ كَذَالِكَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانُ فِى صَحِيْحِه. هذَا ما قَالَهُ الْعَيْنِىْ.

অর্থঃ উক্ত কিতাবে আছে আযান ও ইকামাত দুইবার দুইবার করে শিক্ষা দেন, এমনিভাবে ইবনে হিব্বানও তার ছহী কিতাবে উল্লেখ করেন এবং আল্লামা আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও সে মতে মতামত পেশ করেন।

৩। ফাতহুল কাদীরে আছেঃ

كَيْفَ! وَ قَالَ الطَّحَاوِىُّ تَوَاتَرَتِ الاثَارُ عَنْ بِلَالٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ اَنَّه كَانَ يُثْنِى الاقَامَةَ حَتى مَاتَ.

অর্থঃ কেমন করে ইকামাতে এক বার করে পড়বে! অথচ হযরত ইমাম ত্বাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বহু তরীকায় (মুতাওয়াতির) বর্ণনা এসেছে যে, তিনি একামতে দুইবার দুইবার করে বলতেন; তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত উক্ত আমল চলমান ছিল।

৪. তিরমিযী শরীফের টিকায় উল্লেখ আছে (টিকা নং ৬)ঃ যার অর্থ হলোঃ "হযরত আবদুল্লাহ বিন সা'ঈদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাজির হন এবং বলেন, "হে আলস্নাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আমি স্বপ্নে দেখেছি এক ব্যক্তি দাঁড়ালেন তার গায়ে সবুজ রং এর চাদর এবং তিনি আযান ও ইকামাতের শব্দাবলী দুইবার দুইবার উচ্চারণ করেন।"

বর্ণিত দালায়েল দ্বারা আযান ও ইকামাতে দুইবার দুইবার বলার কথাই শক্তিশালী। হানাফী মাযহাব মোতাবেক দুই দুই বার বলাই কাম্য।

যারা একবার বলেন তাদের খণ্ডন

১। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসে দেখা যায় একবার ইকামাতে ইখতেছার (اختصار) বা সংক্ষেপ করার লক্ষে করা হয়; তালীমী জাওয়াজ (শিক্ষার জন্য বৈধ) হিসেবে গণ্য ইহা দ্বারা চলমান

সুন্নাত হতে পারে না। কারণ ইমাম তহাবী ও ইমাম ইবনে জাওজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মতে, হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত ইকামাত দুই দুই বার বলেছেন।

২। হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে বলা হয়, বোখারীতে যে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনা আছে তা মানসুখ (রহিত), হযরত আবু মাহজুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস দিয়ে, যা আছহাবে সুনান বর্ণনা করেন, যার মধ্যে ইকামাতে দুই দুইবার বলার বর্ণনা রয়েছে।

৩। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস পূর্বের এবং আবু মাহজুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস পরের। নিয়ম মোতাবেক পরের হাদীস আগের হাদীসকে রহিত করে।

আলোচিত বর্ণনার পর যারা ইকামাতে একবার করে বলার ঝুলি নিয়ে প্রচার করছেন তাদের আর কোন পথ রইল না। কারণ, হাদীস দেখলেই বা পেলেই হবে না; হাদীসের নানা প্রকারভেদ রয়েছে। হাদীস বিশারদগণ তা নির্ণয় করতে সক্ষম; যেমন ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমূখ। কাজেই, যেখানে শাঈখ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস রহমাতুল্লাহি আলাইহিও মাযহাবী ছিলেন। বর্তমানে সালাফী কি তাঁর চেয়ে বড় মুহাদ্দিস হয়ে গেলো?। তাই মাযহাব মতে চলুন ও বলুন।

---o---

ইমামের পেছনে 'সূরা ফাতিহা' পড়ার মাসআলা

পাঠক ভাইয়েরা ইমামের পেছনে মুক্তাদী হয়ে সূরা কিরাআত পড়তে হয় না; কিন্তু বর্তমানে কিছু লোককে ইমামের পেছনে কিরাআত পড়তে দেখা যায়। এ মর্মে নিম্নে প্রমাণাদিসহ উপস্থাপন করলাম।

১। তিরমিযী শরীফ, ৭১পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছেঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةٍ جَهْرٍ فِيْهَا بِالْقِرٰءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَءَ بِمَعِىْ اَحَدٌ مِنْكُمْ اٰنِفًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِنِّىْ اَقُوْلُ مَا لِىْ اُنَازِعُ الْقُرْاٰنَ؟ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرٰءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ছালাতে জেহরিয়া (সশব্দে কিরাআত পড়া হয় এমন নামাজ) থেকে অবসর হয়ে বলেন, তোমাদের মধ্যে কি কেহ আমার পেছনে কিরাআত পড়েছ? এক ব্যক্তি বললঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি বলছি শুনঃ আমি যেন কিরাআত পড়ায় টানাহেচড়ার মধ্যে পড়ে গেলাম। অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম পুনরায় নবী করীমের পেছনে কিরাআত পড়া থেকে বিরত থাকেন।

২। তিরমিযী শরীফের টিকায় আছে, হযরত ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ছেররীয়া (যে সব নামাযে কিরআত নিরবে পড়া হয়) ও জেহরীয়া (সশব্দে কিরাআত পড়া হয় এমন নামাজ) কোন অবস্থায় মুক্তাদী কিরাআত ও সুরা ফাতিহা পড়বে না।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

اِذَا قُرِءَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَ اَنْصِتُوْا.

অর্থঃ যখন কুরআন তিলাওয়াত হয় তখন তোমরা কান পেতে শুন এবং চুপ থাক। (সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ২০৪)।

সাধারণত (সামগ্রিক অর্থে) চুপ থাকাই এখানে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং কিরাআত পাঠ করলে শ্রবন করা মুক্তাদীর জন্য অত্যাবশ্যক, কেননা চুপ থাকা আয়াতের আমল। বর্ণিত আয়াত নামাজের কিরাআত প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছে।

৩। হযরত ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন যে, এই বর্ণিত আয়াতের প্রেক্ষাপটে সকল ইমামগণ ঐক্যমত পোষণ করেন যে এই আয়াত নামাজের প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَانَ لَه اِمَامٌ قِرَءَةُ الاِمَامِ لَه قِرَءَةٌ.

অর্থঃ যে ব্যক্তি মুক্তাদী হয়ে নামায পড়বে, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত বলে গণ্য হবে।

অর্থাৎ মোক্তাদী হয়ে ইমামের পেছনে কিরাআত পড়তে হবে না।

৪। ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মোয়াত্তায়' উল্লেখ করেনঃ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ صَلّٰى خَلْفَ الاِمَامِ فَاِنَّ قِرَءَةَ الاِمَامِ قِرَءَةٌ لَه.

অর্থঃ যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করবে, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত হিসাবে গণ্য হবে।

৫। ইবনে মাজাহ এর ৬০পৃষ্ঠায় টিকায় আছেঃ "হযরত ইবনে মারদুবিয়া সনদের সহিত তার লিখিত তাফসীরে উল্লেখ করেন যে, হযরত মোয়াবিয়া ইবনে কুররা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি কোন কোন শাঈখ ও মাশায়েখ (সাহাবীগণ) কে জিজ্ঞাসা করি উক্ত বিষয়ের প্রেক্ষাপটে, তবে আবদুল্লাহ বিন মোগাফ্ফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়া শুনবে তার শ্রবণ ও চুপ থাকা ওয়াজিব হয়ে যায়।"

তিনি আরো বলেন (আয়াত শরীফ)ঃ

اِذَا قُرِءَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَه وَ اَنْصِتُوْا

অর্থঃ যখন নামাজে কুরআন তিলাওয়াত হয় তখন তোমরা কান পেতে শুন এবং (ব্যাপকার্থে) চুপ করে থাক। (সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ২০৪)।

সকলেই জানেন 'কিরাআত খালফাল ইমাম' (ইমামের পেছনে কিরাআত পড়া) প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাযিল হয়।

৬। তাফসীরে মাজহারীতে আছে, কুরআনুল কারীম পাঠ করতে থাকলে শ্রবণ করা ও চুপ থাকা ওয়াজিব, ইহা নামাজের মধ্যেও পালনীয় বলে গণ্য হবে। জমহুর সাহাবায়ে কেরামগণ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম বলেন, মুক্তাদী চুপ করে শ্রবণ করবে, এটাই যথাযথ ও সঠিক।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যখন তোমাদের সামনে কুরআন পড়া হয়; তখন তোমরা চুপ থাক। (মুসলিম শরীফ দ্রষ্টব্য)।

৭। ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও আবূ দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত উবাদা বিন সামেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমরা একমাত্র ফাতিহা পাঠ করবে; কেননা উক্ত সুরা পাঠ না করলে নামাজ পরিপূর্ণ রূপে হবে না।

ইবনে মাজাহ শরীফের টিকা লেখক বলেন, এরূপ নয় যে, নামাজ একেবারেই হবে না। কেননা ফাতিহা পড়ার যে হাদীস তা দুর্বল; কারণ এই হাদীসের সনদে 'মুহাম্মাদ বিন ইছহাক' মুদাল্লিছ (ভুল উর্ধসংযোগ প্রতিস্থাপনকারী)। আল্লামা আইনী বলেন, 'মুহাম্মদ বিন ইছহাক বিন ইয়াছার' মুদাল্লিছ। ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে মিথ্যুক বলেছেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে দূর্বল রাবী বলেছেন। তার থেকে কোন প্রকার হাদীস গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

৮। ইমাম তহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু হিসাবে ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মোয়াত্তার' শর্তে শাঈখাইন (বোখারী ও মুসলিম) এর সহিত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামাজ পড়বে, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত।

হযরত ইমাম ইবনে মাজাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে মুক্তাদী হয়ে ইমামের পেছনে নামাজ পড়বে, ইমামের কিরাআতই তার (মুক্তাদীর) কিরাআত বলে গণ্য হবে।

৯। ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আতা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সনদে বর্ণনা করেন যে, তিনি যায়দ বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, উত্তরে তিনি বলেন, ইমামের পেছনে নামাজ পড়লে কিরাআত পড়তে হবে না।

১০। ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে কেহ এই প্রশ্ন করতেন যে, ইমামের পেছনে কিরাআত পড়তে হবে কিনা? তিনি বলতেন, ইমামের সহিত নামাজ আদায় করলে তার কিরাআতই তোমাদের কিরাআত হিসেবে গণ্য হবে। যখন একাকি পড়বে তখন ফাতেহা ও কিরাআত পড়বে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইমামের পেছনে কিরাআত পড়তেন না।

১১। ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মোয়াত্তায়' আরো উল্লেখ করেন, যে ইমামের পেছনে কিরাআত পড়বে তার নামায শুদ্ধ হবে না।

উক্ত কিতাবে আরো বর্ণনা রয়েছে, যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়ে যদি তার মুখে পাথর পতিত হতো!

তিনি আরো বলেন, ইমামের পেছনে কোন অবস্থায় কিরাআত পড়বে না; বরঞ্চ চুপ থাকবে ও শ্রবণ করবে।

১২। ইমাম শাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি সত্তর জন বদরী সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম কে পেয়েছি ঐ সকল বেহেস্তী সাহাবীগণ এই মত পোষণ করেন যে, ইমামের পেছনে কোন কিরাআত নেই। হযরত ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তার অনুসারীগণ অতি শুদ্ধ ও সঠিক, কারণ তারা এরূপ আমল করেন।

১৩। তিরমিযী শরীফের ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হাদীসঃ

لَاَ صَلوٰةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَاْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

অর্থঃ ফাতিহা শরীফ না পড়লে নামাজ পরিপূর্ণ হবে না।

এই মর্মে হানাফীগণ বলেন যে, সুরা ফাতিহা পড়া ফরজ নয়; বরঞ্চ কুরআনে কারীমের যেখান থেকে হোক, পড়লেই নামাজ শুদ্ধ হবে।

১৪। আল কোরআনে আছেঃ

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ. فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

অর্থঃ তোমরা কুরআনের যেখান থেকে সহজ পড়; তোমরা তার যে খান থেকে সুবিধা হয় পড়। (সূরাঃ মুযযাম্মিল, আয়াতঃ ২০)।

উক্ত আয়াত দু'টির নির্দেশের বিপরীতে যদি বলা হয় সূরা ফাতিহা পড়তেই হবে; তাহলে কুরআনের উপর হাদীসের আমলকে প্রাধান্য দেয়া হয়; যা গ্রহণযোগ্য নয়।

১৫। বোখারী শরীফে আরো উল্লেখ আছেঃ 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আরাবী (গ্রাম্য লোক) কে নামাজের শিক্ষা দিচ্ছিলেন এমন সময় বললেন যে, তুমি কুরআনের যা জান তাই নামাজে পাঠ করবে।'

অতএব সূরা ফাতিহা ব্যতিত নামায হবে না, এটি তাদের উক্ত মতের পক্ষে বৈধ দলিল নয়। হাদীসে যেখানে 'লা ছালাতা' لَا صَلٰوةَ (নামাজ হয় না) বলা হয়েছে সেখানে পূর্ণতা বুঝানো উদ্দেশ্য; কেননা না পড়ার বেলায় বলা হয়েছে 'খাদাজুন' (خِدَاجٌ) অর্থাৎ অসম্পূর্ণ; এমন নয় যে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং ইমাম কিংবা একাকী নামায আদায়কারীর জন্যই সূরা ফাতিহা পড়ার হাদীস প্রযোজ্য। এ দু' প্রকারের মুসলস্নীর জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। ইমাম কিংবা একাকী নামায আদায়কারী মুক্তাদী ভুলবশতঃ সূরা ফাতিহা না পড়লে তাকে সাজদা-ই সাহুভ দিতে হয়। কাজেই এ হাদীস দ্বারা ইমামের পেছনে নামায আদায় কারার জন্য সূরা ফাতিহা পড়ার কথা বলা সঠিক নয়।

যদি সূরা ফাতিহা ফরজ হতো তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ আরাবী (গ্রাম্য লোক) কে প্রথমে ফাতিহার তালিম দিতেন। কেননা এটাই হলো শিক্ষার স্থান। কাজেই ইমামের পেছনে কিরাআত বা সুরা ফাতিহা কোনটাই পড়তে হবে না ।

আসুন যারা কিরাআত পড়তে হবে বলেন তাদের কথায় কান না দিয়ে হযরত ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মাযহাব অনুযায়ী নিজেকে পরিচালনা করে ধন্য করি ।

তাদের দাবি তারা মাযহাব মান্য করেন না; পক্ষান্তরে দেখা যায় তাদের অনেক আমলই মাযহাব অনুযায়ী করছেন।

---o---

রফউল ইয়াদাঈন বা নামাজে বারবার হাত উঠানো

পাঠক ভাইয়েরা মাঝে মধ্যে কোন কোন মাসজিদে লক্ষ্য করা যায়, রুকু ও সিজদাহর আগে ও পরে রফউল ইয়াদাঈন (বারবার হাত তোলা) করা হচ্ছে। তা দেখে সাধারণ মুছল্লী ভাইয়েরা চমকে যান। তাই সংক্ষেপে বিষয়টির উপর আলোচনা করতে চাই।

বোখারী শরীফে ১০৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছেঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ قَالَ رَاَیْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا قَامَ فِی الصَّلٰوةِ رَفَعَ یَدَیْهِ حَتّٰی تَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَیْهِ وَ كَانَ یَفْعَلُ ذَالِكَ حِیْنَ یُكَبِّرُ لِرُكُوْعٍ فَیَفْعَلُ ذَالِكَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَه.

অর্থঃ আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখেছি যখন নামাজে দাঁড়ান তখন দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। যখন রুকুর জন্য তাকবীর বলতেন তখনও হাত উঠাতেন, যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন।

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উক্ত হাদীস ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মাযহাব। যারা বলে যে, তারা মাযহাব মানেন না, তারা তো হাত উঠাতে পারে না, হাত উঠালে তো শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হয়ে যাবেন; অথবা অন্যভাবে নামাজ পড়তে হবে।

ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া হাত উঠাবে না। ইমাম ছুফিয়ান ছউরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম নাখঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইবনে লায়লা রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আলকামা বিন কায়েছ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আছওয়াদ বিন

ইয়াজিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আমের আশ-শাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আবু ইছহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি, খুযায়মা রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ওয়াকিয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আছেম বিন কালিব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই সকল মণিষীগণও আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর পক্ষে মতামত পোষণ করেন।

ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, অনেক সাহাবী, তাবেঈনগণ এমত পোষণ করেন।

বর্ণিত হাদীসের জওয়াব হলোঃ

(ক) হাদীসটি ইসলামের প্রথম যুগের ছিল; রাফউল ইয়াদাঈনের হাদীস পরবর্তিতে মানছুখ (রহিত) হয়ে যায়। যার প্রমাণ সরূপ দেখা যায়ঃ

১. হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তিকে এরূপ হাত উঠাতে দেখেন অতঃপর তিনি বলেন এরূপ করবে না; নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমদিকে এরূপ করতেন, পরে এই আমল ছেড়ে দেন। এই বর্ণনা উক্ত হাদীস মানছুখ (স্থগিত) হওয়াকেই নিশ্চিত প্রমাণ করে।

২. ইমাম তহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, হযরত মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর পেছনে নামাজ পড়তাম, তিনি একমাত্র তাকবীরে উলা (প্রথম তাকবীর-তাহরীমাহ) ব্যতিত হাত উঠাতেন না।

৩. ইমাম তহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, এই ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ই প্রথমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রফউল ইয়াদাঈন করতে দেখেন, পরবর্তিতে নবী করীম এটা ছেড়ে দেন। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছেড়ে দেন, ইহাই মানছুখ হওয়ার উপর স্পষ্ট দলীল।

ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একদা আমার সাথে ইমাম আওজায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সাক্ষাত হয় মক্কা শরীফে। আওজায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে বলেন, কি হয়েছে

ইমাম সাহেব! আপনি রফউল ইয়াদাঈন করেন না কেন? আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ বর্ণনায় এমন কথা পাইনি যে, তাকবীরে তাহরীমা ব্যতিত অন্য কোন জায়গায় হাত উঠাতে হবে। আওজায়ী বলেন ছহীহ বর্ণনায় নেই? এ বলে তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করেনঃ

حَدَّثَنَا زُهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَ عَنِ الرُّكُوْعِ وَ عِنْدَ رَفْعِ مِنْهُ.

অর্থঃ (আওজায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন), আমাকে ইমাম জুহরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীস বর্ণনা করেন ছালেম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা এবং রুকুর সময় ও রুকুর থেকে মাথা উঠানোর সময় রফউল ইয়াদাঈন করতেন।

ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ لَاَ يَرْفَعُ اِلاَّ عِنْدَ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ.

অর্থঃ (ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন), হযরত হাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন ইব্রাহিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি আলকামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাস্ত (হাত) মোবারক উঠাতেন না, একমাত্র তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত; এই অবস্থা থেকে তিনি আর ফিরে যাননি"।

ইমাম আওজায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি আপনাকে হাদীস শুনালাম জুহরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি ছালেম

রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে তিনি, তার পিতা থেকে। আপনি হাদীস বর্ণনা করলেন হাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে। (আপনার হাদীস আমার হাদীসের সমমর্যাদায় হয় কি?) ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, হযরত হাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি জুহ্‌রী থেকে আফকাহ্ (বেশী প্রজ্ঞাবান), ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছালেম রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে আফকাহ (বেশী প্রজ্ঞাবান), আলকামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আফকাহ (বেশী প্রজ্ঞাবান)। অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত হাদীসের সনদের রিজাল (পুরুষ পরম্পরা) বেশী শক্তিশালী। কারণ ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর হাদীস বর্ণনাকারীগণ ফকীহ ছিলেন। জুহ্‌রী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর হাদীস বর্ণনাকারীগণ ফকীহ ছিলেন না। হযরত আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর হাদীস বর্ণনাকারী রাবী ফকীহ হওয়ার কারণে তার বর্ণনা প্রধান্য লাভ করে। অবশ্য আওজায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বর্ণিত হাদীস সনদ হিসেবে উত্তম বিবেচিত হয়।

যিনি যে বিষয়ে পারদর্শী তার কথাই ঐ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য হবে। এখানে ইমাম আওজায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সাথে তর্কে লা জাওয়াব (নির্বাক) হয়ে যান।

ইমাম তহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাছান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও ইবনে ওয়ায়েল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে ছহীহ তারা আছওয়াদ থেকে সনদে বর্ণনা করেন, "আমি হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে একমাত্র প্রথম তাকবীরে (তাকবীরে তাহরীমায়) হাত উঠাতে দেখেছি। পরে তা থেকে তিনি আর ফিরে আসেন নি"। (আমৃত্যু এই আমলই করেছেন)।

বর্ণিত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, যদিও রফউল ইয়াদাঈন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম যুগে করেছেন। পরবর্তিতে তা করেন নি; কাজেই বহু হাদীস পক্ষে ও বিপক্ষে আছে। তবে এক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা পরবর্তিতে করেছেন তাই চুড়ান্ত ও সঠিক দলীল হিসাবে গৃহীত হবে।

দেখুন ভাইয়েরা! পাকভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ যারা ছিলেন, যেমনঃ শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, শাহ আবদুর রহীম দেহলবী সাহেব, শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, মোল্লা জীবন রহমাতুল্লাহি আলাইহি, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ সকলেই মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। (এই সালাফিদের মতে তারা সকলেই বিদয়াতী ছিলেন; নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

পাঠক ভাইয়েরা তারা যদি মাযহাব মেনে আল্লাহ ও রাসূলকে পেয়ে চির স্মরণীয় হয়ে থাকেন, তাহলে আমরা নব্য সালাফি জামাতের ফাঁদে পড়ার প্রয়োজন আছে কি? কাজেই উল্লেখিত ওলি-আউলিয়াগণের পথে আল্লাহ পাক আমাদেরকে থাকার তাওফীক দান করুন, আমীন!

---o---

মাগরিবের আযানের পর দুই রাকাত নফল নামাজ

পাঠক ভাইয়েরা! কোন কোন জায়গায় দেখা যায় কেউ কেউ মাগরিবের আযানের পর তড়িৎ গতিতে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়েন। এই প্রেক্ষাপটে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো।

১। তিরমিযী শরীফে ৪৫পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছেঃ

عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ قَالَ بَیْنَ کُلِّ اَذَانَیْنِ صَلٰوۃٌ.

অর্থঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আযান ও ইকামাত এর মধ্যবর্তী সময়ে নামাজ রয়েছে।

এই নিয়ে সাহাবায়ে কেরমগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, মাগরিবের পূর্বে নামাজ পড়া যায় কিনা? অনেক সাহাবী ঐ সময় (মাগরিবের পূর্বে) নামাজ না পড়ার পক্ষে মত প্রদান করেন। হযরত আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহিও এই মত পোষণ করেন এবং তিনি বলেন মাগরিবের আযানের পর ফরজ নামাজের পূর্বে নফল নামাজ পড়া মাকরূহ।

২। ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীস পেশ করেনঃ

عَنْ بُرَیْدَۃَ السَّلَمِیِّ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ وَ اَبَا بَکْرٍ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ وَ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ لَمْ یُصَلُّوْھَا.

অর্থঃ হযরত বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ ধরণের নামাজ পড়েন নাই।

৩। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস রয়েছেঃ

مَا رَاَیْتُ اَحَدًا اَنْ یُصَلِّیْھَا.

অর্থঃ (হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন), আমি (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে মাগরিবের আযানের পর ফরজের পূর্বে নফল) এ নামাজ পড়তে কাউকে দেখি নাই।

এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রথম যুগে হয়তো ইহা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যায়।

৪। আর একটি হাদীসে বর্ণনা রয়েছেঃ

وَ فِیْ مُسْنَدِ بَزَّارٍ بَیْنَ کُلِّ صَلٰوۃٌ اِلاَّ الْمَغْرِبَ.

অর্থঃ মুসনাদে বাজ্জার শরীফে আছে, প্রত্যক দুই আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামাজ আছে; তবে মাগরিব ব্যতিত।

ইবনে বাজ্জার রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইবনে শাহিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'নাছেখ ও মানছুখ' এর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত (প্রত্যেক আযান ও ইকামাতের মাঝে নফল নামাজ আছে) হাদীসটি মানছুখ (রহিত)। আর নাছেখ (রহিতকারী) হলো এই হাদীসটি (যাতে اِلاَّ الْمَغْرِبِ 'মাগরিব ব্যতিত') কথাটি উল্লেখ হয়েছে।

বর্ণিত বর্ণনা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হলো যে, আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে নামাজ পড়া যাবে না। কাজেই দুই এক জায়গায় গিয়ে উক্ত নামাজ পড়ে মুসল্লিদের মধ্যে চমক দেখানো ঠিক হবে না; এর দ্বারা ইসলামকে ফেতনা ফাসাদের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। বহু পূর্বেই এর ফায়সালা হয়েছে, নতুন কিছু আবিষ্কার করে ফেতনা সৃষ্টি করা ঠিক হবে না।

দেখুন পাঠক ভাইয়েরা! পাক ভারত উপমহাদেশের মহা জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যাদের তুল্য বর্তমানে কেহই নেই, তাঁরা যদি মাযহাব মান্য করতে পারেন তাহলে অল্প বিদ্যার ধারক হয়ে মাযহাব মান্য করব না বলা হাস্যকর নয়কি? অথচ তাদের লিখিত কিতাব পড়ে আমরা নিজেদেরকে মুফাচ্ছির, মুহাদ্দিস, মুফতী দাবী করছি। আমাদের পূর্ব পুরুষ যারা

মাযহাবী ছিলেন, তাদের কি অবস্থা হবে আখেরাতে, তারা কী একটু ভেবে দেখেছেন?

শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার লিখিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' নামব কিতাবে উল্লেখ করেনঃ

اِعْلَمْ اَنَّ الاَخْذَ بِهٰذِهِ الْمَذَاهِبِ الاَرْبَعَةِ فِيْهِ مُصْلِحَةٌ عَظِيْمَةٌ وَ الاِعْرَاضُ عَنْهَا مُفْسِدَةٌ عَظِيْمَةٌ.

অর্থঃ জেনে রাখ! নিশ্চয় এই মাযহাব চতুষ্ঠয় মান্য করার মধ্যে অনেক মঙ্গল নিহিত আছে; আর এর থেকে ফিরে যাওয়ায় চরম বিপর্যয় ডেকে আনবে।

যুগবরেণ্য মুহাদ্দিস হয়েও তিনি তা না হানাফী মাযহাব অনুসরণ করতেন।

---০---

বিত্‌র নামাজ তিন রাকাত

পাঠক ভাইয়েরা আদিকাল থেকে আমরা ৩ রাকাত বিতিরের নামাজ আদায় করছি, যা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই; কিন্তু বর্তমানে আত্মপ্রকাশ করা একটি গোষ্ঠীর মতে বিত্‌র নামাজ এক রাকাত। তাই সহীহ হাদীস থেকে এর সঠিক সমাধান দেয়ার চেষ্টা করছি। আশা করি জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে।

১। ছহীহ নাছাঈ শরীফ, ১৪৮ পৃষ্ঠায় আছেঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَ لاَ غَيْرِه عَلٰى اَحَدَ عَشَرَ رَكْعَةً يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْنِىْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَ طُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْنِىْ عَلٰى حُسْنِهِنَّ وَ طُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا.

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজান ও অন্য সময়ে এগারো রাকাতের বেশি নামাজ পড়তেন না, প্রথমে চার রাকাত পরে আরো চার রাকাত অত্যন্ত সুন্দর ও দীর্ঘ সময়ে আদায় করতেন; অতঃপর ৩ রাকাত বিত্‌রের নামাজ পড়তেন ।

২। ছহীহ নাসাঈ শরীফ, ২৪৯ পৃষ্ঠায় আরো রয়েছেঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ يَقْرَءُ فِى الاُوْلٰى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى وَ فِى الثَّانِيَةِ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَ فِى الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ.

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন রাকাত বিত্‌রের নামাজ আদায় করতেন। প্রথম

রাকাতে সূরায়ে আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরায়ে কাফিরূন, তৃতীয় রাকাতে সূরায়ে ইখলাস পাঠ করতেন।

৩। ছহীহ নাসাঈ শরীফ ২৪৮ পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ আছেঃ

عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ.

অর্থঃ হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিত্‌রের নামাজ ৩ রাকাত পড়তেন।

৪। ছহীহ তিরমিযী শরীফ ১০৬ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ

بَابُ مَا فِى الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ: عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ.

অর্থঃ তিন রাকাত বিতির নামাজের অধ্যায়ঃ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩ রাকাত বিত্‌রের নামাজ পড়তেন।

৫। নাসাঈ শরীফ আরো উল্লেখ আছেঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ وَ لَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ.

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩ রাকাত বিতিরের নামাজ পড়তেন; শেষ রাকাত ছাড়া সালাম ফিরাতেন না।

৬। জগৎ বিখ্যাত 'মুস্তাদরাকে হাকিম শরীফে' আছেঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ وَ لَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ.

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিত্‌রের নামাজ ৩ রাকাত আদায় করতেন এবং সর্ব শেষ রাকাতে সালাম ফিরাতেন।

৭। নাসাঈ শরীফ ২৪৮ পৃষ্ঠায় আরো রয়েছেঃ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِىْ رَكْعَتِ الْوِتْرِ.

অর্থঃ হযরত সাঈদ বিন হিশাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিন রাকাত বিতিরের নামাজে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতেন না।

৮। আবু দাউদ শরীফ ১১৯ পৃষ্ঠায় টিকাতে রয়েছেঃ

اَخْرَجَ الطَّحَاوِىُّ مِنْ طَرِيْقِ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ سَاَلْتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ اَتَعْرِفُ وِتْرَ النَّهَارِ قُلْتُ نَعَمْ صَلٰوةُ الْمَغْرِبِ فَقَالَ صَدَّقْتَ وَ اَحْسَنْتَ.

অর্থঃ হযরত ইমাম তহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উতবা ইবনে মুসলিমের ধারাবহিকতায় বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে বিত্‌র নামাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করি; তিনি বলেনঃ তুমি কি দিনের বিত্‌র সম্পর্কে কিছু জান? আমি বললামঃ হ্যাঁ, (তা হলো) মাগরিবের নামাজ। তিনি বললেনঃ তুমি খুব সুন্দর ও সত্য কথা বলেছ।

৯। আবূ দাউদ শরীফের টিকায় আরো রয়েছেঃ

اَخْرَجَ الطَّجَاوِىُّ مِنْ طَرِيْقِ اَبِى الْعَالِيَةَ عَلَّمَنَا اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّ الْوِتْرَ مِثْلَ صَلوةِ اْلمَغْرِبِ هذَا وِتْرُ النَّهَارِ وَ هذه وِتْرُ اللَّيْلِ.

অর্থঃ ইমাম তহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আবুল আলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আমাদেরকে বিত্‌র সম্পর্কে শিক্ষা দেন যে, বিত্‌র মাগরিবের নামাজের মতো; ইহা দিনের বিত্‌র আর উহা রাতের বিত্‌র।

বর্ণিত হাদীস সমূহ দ্বারা এটাই প্রমাণিত যে বিত্‌র ৩ রাকাত এবং ৩ রাকাতে কি কি সূরা পাঠ করা হবে তাও তিনি ইরশাদ করেন। ৩ রাকাত বিতিরের নামাজ এতে আর কোন সন্দেহ রইল না। এক রাকাতের কোন সহীহ রেওয়ায়াত নেই। যা কিছু আছে তার মধ্যে নানা জটিলতা বিদ্যমান। তাই দিনের সূর্যের আলোর ন্যায় ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, বিত্‌রের নামাজ ৩ রাকাত।

এক রাকাতের হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা

১. সহীহ বোখারী শরীফ ১৩৫ পৃষ্ঠায় আছেঃ

وَ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ صَلوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلوةُ اللَّيْلِ مَثْنى مَثْنى فَاِذَا خَشِىَ اَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ له.

অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল রাতের নামাজ সম্পর্কে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, রাতের নামাজ দুই দুই রাকাত করে। যদি এভাবে নামাজ পড়তে পড়তে কারো সুবহে সাদেক হয়ে যাওয়ার ভয় হয়, তাহলে সে এক রাকাত বিত্‌র পড়ে নেবে।

মূলত এখানে রাতের নামাজের (তাহাজ্জুদের) কথা বলা হয়েছে। তবে কেহ রাতে নামাজ (তাহাজ্জুদ) পড়া অবস্থায় ফজর উদিত হওয়ার ভয় থাকলে তৎসঙ্গে আরো এক রাকাত পড়ে নিবে। ইহা সাধারণ (ব্যাপক) হুকুম নয়।

উল্লেখ থাকে যে, এক রাকাত মিলানোর কথা বলা হয়েছে এজন্য, যেহেতু পূর্বে দুই দুই রাকাত করে (জোড় জোড়) হয়েছে; সময় স্বল্পতা হেতু অন্তত এক রাকাত মিলালেও সব মিলিয়ে বিত্‌র (বিজোড়) হবে।

স্মর্তব্য যে, বিত্‌র ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ ও ১৩ রাকাতের কথা বর্ণিত আছে। যারা এক রাকাত মান্য করেন, তারা বাকি রেওয়ায়াতগুলোর কি জবাব দেবেন? (তারা কখনো সেগুলো আমল করেন কি)?

২. মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মিরকাত শরহে মিশকাত শরীফে বলেন যে, হযরত ইমাম তহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বিভিন্ন সনদে হযরত আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, বিত্‌র সত্য ও হক; যে কেউ ইচ্ছা করে ৫ রাকাত, ৩ রাকাত, পড়তে চাইলে পড়তে পারবে। অতঃপর তিনি আরো বলেন, যেহেতু ৩ রাকাতের উপর এজমা' হয়েছে এখন আর অন্য দিকে যাওয়ার সুযোগ রইলো না।

৩. ইমাম নাসাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাকাত বিত্‌র নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন।

৪. হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, বিত্‌র এক রাকাত পড়লে যথাযথ হবে না।

যাহোক ইসলামের প্রথম যুগে বিত্‌র এক রাকাত থেকে তের রাকাত পড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ৩ রাকাতের উপর এজমা' (ঐকমত্য) হয়েছে। তাই এই নিয়ে নতুন ঝামেলা পাকানো আলেম ওলামা এবং মুসল্লীগণের কাম্য নয়। সুতরাং হানাফী মাযহাব মোতাবেক বিত্‌র ৩ রাকাত পড়া অতি উত্তম। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমীন!

---o---

নামাযের পর দো'আ প্রসঙ্গ

পাঠক ভাইয়েরা বর্তমানে একশ্রেণীর লোক বের হয়েছে যারা যে কোন দোয়ার বিপক্ষে; তাদের মতে দোয়া বলতে কিছুই নাই। এমন কি তারা নামাজের পরে দো'আ করাকে ঘৃণ্যভাবে দেখে। কাজেই তাদের এই কুসংস্কার থেকে সরলমনা মুসলমানগণকে জাগ্রত করাই কাম্য। তাই নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা প্রমাণাদিসহ পেশ করলাম।

কুরআন করীমের আলোকে দো'আ

১। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ.

অর্থঃ তৎক্ষণাৎ সেথায় যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তাঁর রবের নিকট দো'আ করলেন। (সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াতঃ ৩৮)।

হযরত মরিয়ম আলাইহাস সালাম এর লালন পালনের দায়িত্বে ছিলেন হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম। একদা তিনি তার কক্ষে অসময়ের ফল দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন: এগুলো কোত্থেকে? মরিয়ম আলাইহাস সালাম বললেন: এগুলো আল্লাহ দিয়েছেন আর তিনি দেয়ার জন্য মৌসুমের প্রয়োজন হয়না। এমতাবস্থায় ঐ মেহরাবেই তিনি মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে দো'আ করেন, যেন তাকে একটি পুত্র সন্তান দান করা হয়। এখানে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট ছেলে সন্তান চেয়ে দোয়া করেন।

২। কুরআনুল কারীমে রয়েছেঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদের থেকে আপনি এই খেদমত কবুল করুন; নিশ্চয় আপনি আমাদের দো'আ শুনেন এবং পূর্ণ অবগত আছেন। (সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১২৭)।

হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন কাবা ঘর নির্মাণ সমাপ্ত করেন তখন এই দো'আ করেন।

৩। আল কুরআনে আরো আছেঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নফসের উপর অন্যায় করেছি; যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন ও রহমত না করেন তাহলে আমরা ক্ষতি গ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (সূরাঃ আ'রাফ, আয়াতঃ ২৩)।

হযরত বাবা আদম আলাইহিস সালাম বেহেশত থেকে বের হয়ে মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে এই দো'আ করেন।

৪। আল কুরআনে আরো বর্ণিত আছেঃ

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً.

অর্থঃ তোমরা তোমাদের রবের নিকট অত্যন্ত নম্রতা সহকারে ও গোপনীয়ভাবে দো'আ কর। (সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ৫৫)।

দেখুন মহান আল্লাহ পাক তার বান্দাকে নিজেই দো'আর আদব শিক্ষা দিয়েছেন।

৫। আল কুরআনে বর্ণিত আছেঃ

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.

অর্থঃ যখন (নামাজ থেকে) অবসর হবে, তখনই তোমরা (দো'আয়) লিপ্ত হয়ে যাবে। (সূরাঃ ইনশিরাহ, আয়াতঃ ৭)।

প্রত্যেক নামাজের পর দোয়া কবুল হয়। এ মর্মে আল্লাহ পাক অত্র আয়াতে এরূপ ইরশাদ করেন, যার ব্যাখ্যা তাফসীরে জালালাইন শরীফে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

৬। আল কুরআনে আরো আছেঃ

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

অর্থঃ তোমরা আমার নিকট দোয়া ও প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের সকল দোয়া কবুল করব। (সূরাঃ মুমিনূন, আয়াতঃ ৬০)।

এখানে সময় ও স্থানের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। তাই শুভ কাজের প্রারম্ভে, সমাপ্তিতে, আহার-পানাহার কালে ও পরে, ইফতারের সময়, ফরজ নামাজের পর সহ আরো বহু স্থানে দোয়া আছে। এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করলাম।

পাঠক ভাইয়েরা বর্ণিত ৬টি আয়াতে কারীমা দ্বারা দো'আ প্রামণিত। যারা বলে বেড়ায় দো'আ কুরআনে নেই, তারা যেন প্রক্ষান্তরে কুরআনকে অমান্য করে।

হাদীস শরীফের আলোকে দো'আ

১। তিরমিযী শরীফ, ২য় খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَىْءٌ اَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ.

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় হলো দো'আ।

অর্থাৎ বান্দা তাঁর নিকট দো'আ করলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও খুশি হন।

২। তিরমিযী শরীফ আরো উল্লেখ রয়েছেঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَاتِ.

অর্থঃ হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, সকল ইবাদতের মূল হচ্ছে দো'আ।

এখানে দো'আকে ইবাদাতের মূল বলা হয়েছে। তাই দো'আও এক প্রকার ইবাদাত বলে প্রতীয়মান হলো।

৩। সহীহ তিরমিযী শরীফে আরো রয়েছেঃ

بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الاَكْلِ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ اَطْعَمَ اللهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَ اَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

অর্থঃ আহার কালে দো'আ পড়া অধ্যায়ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যাকে আল্লাহ পাক আহার করায়, সে যেন এই দো'আ পড়ে আহার করেঃ হে আল্লাহ! আমাদের খাদ্যে বরকত দিন এবং এর চেয়ে ভাল খাবার আমাদের নসিব করুন।

দেখুন আহারের প্রারম্ভে দোয়া আছে। যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। সালাফীরা বলে বেড়ায় পানাহারের আগে পরে দো'আ নেই, এখন তাদের কথা মান্য করব? না কি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস শরীফ মান্য করব?

৪। তিরমিযী শরীফে রয়েছেঃ

بَابُ الدُّعَاءِ اِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ: عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ.

অর্থঃ আহারের পর দো'আ পড়া অধ্যায়ঃ হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখ থেকে যখন দস্তরখানা তুলে নেয়ার সময় হতো তখন তিনি এই দো'আ পড়তেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আরো বরকত পুতঃপবিত্র প্রশংসা তার জন্য করছি"।

দেখুন ভাইয়েরা খাওয়ার আগে ও পরে কত বরকতময় দোয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর নব্য সালাফীরা কোন দোয়াই খুঁজে পায় না। তাই বলতে হয় তাদের কপাল মন্দ; সুতরাং তারা চোখ থাকতেও অন্ধ।

৫। বুখারী শরীফ ৯৩৮ পৃষ্ঠায় দো'আয় হাত উঠানো প্রসঙ্গে আছেঃ

قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ دَعَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ رَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ.

অর্থঃ হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আ করতে গিয়ে দাস্ত (হস্ত) মোবারক এই পর্যন্ত উঠাতেন যে, আমরা তাঁর বগলের সাদা চমকটুকু দেখতে পেতাম।

৬। বোখারী শরীফ ৯৩৮ পৃষ্ঠায় দো'আয় হাত উঠানো যায় মর্মে হাদীসে উল্লেখ আছেঃ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ رَفَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَبْرَءُ اِلَيْكَ.

অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়ায় দুই হাত মোবারক উঠাতেন এবং বলতেনঃ হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনার কাছে ফিরে এলাম।

৭। সহীহ বোখারী শরীফে আরো উল্লেখ রয়েছেঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ.

অর্থঃ হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়ায় হাত মোবারক উঠাতেন; এমনকি হাত তোলার কারণে তাঁর বগলের ধবধবে সাদা চমক পর্যন্ত দেখেছি।

৮। আবু দাউদ শরীফে রয়েছেঃ

عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّ رَبَّكُمْ كَرِيْمٌ حَتّٰى يَسْتَحْيِىَ مِنْ عِبَادِهٖ اَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا مُصْفَرًّا.

অর্থঃ হযরত ছালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আমাদের রব দয়ালু অত্যন্ত সম্ভ্রমশীল, যখন কোন বান্দা তার নিকট হাত উঠায় উক্ত হাত খালি ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন।

৯। আবু দাউদ শরীফে আরো রয়েছেঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُوْا الخ

অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ইরশাদ করেন, যখন তুমি আল্লাহর নিকট দো'আ কর তখন দুই হাতের হাতলী (তালু) বিছিয়ে (প্রসারিত করে) তার কাছে যা চাওয়ার তা চাও।

১০। তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৮ম খন্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠায় আছেঃ.

عُرِفَ عَنِ الْمَسْحِ بِالْيَدَيْنِ عَلَى الْوَجْه عَقِيْبَ الدُّعَاءِ سُنَّةٌ وَ هُوَ الاَصَحُّ.

অর্থঃ সুস্পষ্ট বুঝা গেল যে দুই হাত মুখ মণ্ডলে মাছেহ করা সর্বদা দোয়ার পরে সুন্নাত; এই মতই বিশুদ্ধতম।

বুঝা গেল যে, দো'আ আছে এবং দো'আর পরে মুখে হাত মাসেহ করা প্রমাণিত হলো।

১১। বোখারী শরীফে ৯৩৭ পৃষ্ঠায় আছেঃ

بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلوةِ.

অর্থঃ নামাজের পর দো'আ অধ্যায়।

দেখুন শিরোনামেই দেখা যায় নামাজের পরই দো'আ আছে। শুধুমাত্র বোখারী শরীফ যাদের দলীল তারা এখন কি জবাব দেবেন?

১২। তিরমিযী শরীফ, ১৬৩ পৃষ্ঠায় আছেঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ اِلَى الطَّعَامِ فَلْيُجِبْ فَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ يَعْنِى الدُّعَاءَ.

অর্থঃ হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি কাউকে পানাহারের দাওয়াত দেয়া হয় তখন সে দাওয়াত কবুল করে। যদি সে রোজাদার হয় তবে দো'আ করবে অর্থাৎ আহলে ত্ব'আম (মেজবান) এর জন্য বরকত ও মাগফিরাতের দো'আ করবে।

এর দ্বারা ইফতারের পূর্বে দো'আ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। সারা দিনভর রোজা রেখে আল্লাহর হুকুম পালন করে তা কবুলের জন্য দো'আ করে ইফতার করা কতই উত্তম। তাই ইফতারের পূর্বে দো'আ করে ইফতার করলে গোনাহ মাফ হবে ও আল্লাহর মাহবুব বান্দা হওয়ার পথ সহজ হবে।

১৩। তাফসীরে রুহুল বয়ানে আরো আছে যে, দো'আয় হাত উঠানো মোস্তাহাব এবং হাত বড়া বরাবর উঠাবে।

১৪। রুহুল বয়ানে হযরত কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও দাহহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, যখন নামাজ থেকে ফারেগ (অবসর) হবে তখন দো'আ করবে।

পাঠক ভাইয়েরা! কুরআনে করীমের মাধ্যমে সমাপ্তি টানতে চাই- আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেনঃ .اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ অর্থাৎ যখনই আমার কোন বান্দা আমাকে ডাকে, আমি তখনি তার ডাকে সাড়া দেই। (সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১৮৬)। এখানে দোয়ার বা আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলা হয় নাই; বরঞ্চ সর্বদা তার নিকট দো'আ করা যেতে পারে বুঝা যাচ্ছে।

দো'আতে হাত উঠানো বোখারী শরীফ দ্বারা সাবিত (প্রমাণিত) হলো; এবং আয়াতে কারীমা দ্বারা দো'আর বৈধতাও প্রমাণ হলো। এখন তারা কোথায় যাবেন? কি করবেন? পক্ষান্তরে তারা নিজের ইচ্ছা মত হলেই কুরআন মান্য করেন এবং বুখারী শরীফও নিজেদের ইচ্ছা মত হলে মেনে নেন। তা না হলে কিছুই মান্য করে না।

কাজেই যা কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত ও যুগ যুগ ধরে চলে আসছে তার বিপরীতে কেউ কোন কথা বুঝাতে চাইলে অবশ্যই মনে করতে হবে এতে 'কিন্তু' রয়েছে। এদের উদ্দেশ্য মৌলিকভাবে ইসলাম প্রচার করা নয়; বরঞ্চ তাদের নিজস্ব মতবাদ প্রচার করাই তাদের লক্ষ্য।

---০---

সালাফী না খালাফী?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার যুগ হলো শ্রেষ্ঠ যুগ, অতঃপর এর সাথের যুগ, তারপর তার সাথের যুগ । এ হাদীস শরীফ থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নবী করীমের যুগ হলো সাহাবয়ে কেরামের যুগ, তার পরের যুগ হলো তাবেয়ীগণের যুগ, এর পরের যুগ হলো তাব'ই-তাবেয়ীগণের যুগ।

আমরা আরো জানি খায়রুল কুরূন বা শ্রেষ্ঠ যুগ আমাদের জন্য অনুকরণীয়। এই তিন যুগের লোকদেরকে একত্রে 'সালাফ' বা 'সাল্ফে' 'সালেহীন' বলা হয় এবং এর পরবর্তীগণকে 'খালাফ' (পরবর্তী) নামে অভিহিত করা হয়। সালাফের মধ্যে 8 মাযহাবের ইমামগণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। সময়ের দিক থেকে তাঁরা অগ্রগামী বিধায় তাঁদেরকে মুতাক্বাদ্দিমীন (পূর্বসুরী) বলা এবং এদের পরের লোকদের মুতাআখখিরীন (উত্তরসূরী) বলা হয়। যারা সালাফ বা সালফে সালেহীনদের প্রকৃত অনুসারী তাদেরকেই 'সালাফী' বলা যেতে পারে।

তথাকথিত আহলে হাদীসগণ নিজেদেরকে সালাফী দাবী করেন; কিন্তু তারা তো সালাফ বা সালফে সালেহীন তথা 8 ইমামকে মানে না, বরং তারা মানে ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়িম ও নাছীরুদ্দীন আলবানীকে, এদের কেউই সালাফ নয়, এরা হলো খালাফ (পরবর্তী যুগের)। সুতরাং এদের অনুসারী হলে 'সালাফী' হওয়া যাবে না; এদের প্রকৃত নাম হওয়া উচিৎ "খালাফী"। পক্ষান্তরে আমরা যারা 8 মাযহাবের ইমামগণ তথা সালফে সালেহীনদের অনুসারী তারাই প্রকৃত সালাফী নামে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য।

আরো উলেস্নখ থাকে যে, উক্ত লা-মাযহাবীদেরকে 'সালাফী' বলার যেমন কোন যর্থাততা নেই, তেমনি তারা যেহেতু 'খালাফ' বা পরবর্তীদের মধ্যে যাদের অনুসরণ করে তারাও ভ্রান্ত, সেহেতু তারাও তাদের অনুসারীরা হবে 'না-খালাফ' (অথর্ব উত্তরসূরী)। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম সমাজকে এসব গোমরাহ্ বা পথভ্রষ্টদের থেকে রক্ষা করুন। আ-মী-ন।

---সমাপ্ত---

জাগরণ প্রকাশনীর অনন্য পুস্তিকাসমূহ
সংগ্রহ করুন, পড়ুন ও অন্যকে উৎসাহিত করুন-

* আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয়
* আহ্‌লে ছুন্নত বনাম আহ্‌লে বিদ্‌আত
* তাবলীগে রাসুল বনাম তাবলীগে ইলিয়াছি ?
* কোরআন-সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে হাযির ও নাযির
- শেখ মুহাম্মদ আবদুল করিম সিরাজনগরী
* কোরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামের মূলধারা ও বাতিল - ফিরকা
- কাজী মঈনুদ্দীন আশরাফি
* মুনাজাতের দলিল - আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহ.)
- অনুবাদ : সৈয়দ হাছান মুরাদ কাদেরী
* আহকামুল ইসতিহসান (হাদিয়া গ্রহণ প্রসঙ্গ)
মূল-সৈয়দ রাহাতুল্লা নক্সবন্দী (রহ.) অনুবাদ- সৈয়দ আবু নওশাদ নঈমী
* বিষয় ভিত্তিক কোরআন ও হাদীস সংকলন
- মাওলানা ইকবাল হোসাইন আলকাদেরী
* খোতবায়ে রজভীয়া (বাংলা ও উর্দ্দূ সংকলন)
* হাদায়েকে বকশিশ (উর্দূ নাত সংকলন)
- আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান (রহ.)
* ইসলামী সংগীত - কবি কাজী নজরুল ইসলাম
* সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠায় নারীর দায়িত্ব
* নির্বাচন ও আপনার জবাবদিহিতা
- মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার
* ফাতিহা কি ও কেন? - আল্লামা আহছানুল কাদেরী (ভারত)
-অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ হোছাইন
* নেতৃত্বের সহজ পদ্ধতি? - আবুল হোছাইন আল বশির
* সেনা সংগীত - বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা
* মদিনার জলওয়া - সৈয়দ হাসান মুরাদ
* অনুরাগ - মুহাম্মদ আবদুল আজিজ রজভী
* রাসুল (দ.)'র অবমাননাকারীদের শরয়ী-সাজা
- মাওলানা আবদুল আলিম রেজভী

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম'র রচনা ও সম্পাদনায় প্রকাশিত বইসমূহ

* নবীর পথে জীবন গড়ি
* অনুপম জীবন গঠনে ছোটদের করণীয়
* সুন্নীয়তের পথে
* কর্মীরা কেন নিষ্ক্রিয় হয়?
* ছোটদের তৈয়্যব শাহ্ (রাঃ)
* সুন্নীদের বন্ধু কারা?
* লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুল ক্বদর
* দাপ্তরিক শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি
* ইসলামী গজল সম্ভার
* ইসলামী সংগীত ও সুন্নী জাগরণ
* প্রাণ স্পন্দন (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
* মদিনার স্পৃহা (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
* সোনার খনি (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
* মদিনার গুঞ্জন (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
* হেরার জ্যোতি (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
* আলোকন (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
* উদ্দীপন (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
* যিকরে মোস্তফা (জনপ্রিয় উর্দূ নাত সংকলন)
* মদিনার কলতান (জনপ্রিয় উর্দূ নাত সংকলন)
* মদিনার ছন্দ (জনপ্রিয় উর্দূ নাত সংকলন)
* মাদানী গীত (জনপ্রিয় উর্দূ নাত সংকলন)
* নাস্তিক ব্লগার বনাম হেফাজত
* তরুণ প্রজন্মকে বলছি

প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহ

* নির্বাচিত বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ সংকলন
* গুলশানে শরীয়ত
* ১০০ জন সুন্নী ব্যক্তিত্বের সাক্ষাতকার
* ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) এ্যালবাম
* ইসলামী আন্দোলন দাওয়াত ও কর্মী সংগ্রহ পদ্ধতি
* ছোটদের আ'লা হযরত (রহ.)
* ছোটদের ইমাম শেরে বাংলা (রহ.)
* স্বরচিত সংগীত সংকলন
* যুগে যুগে নারীদের মর্যাদা, অধিকার ও করণীয়

** আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদা ভিত্তিক যাবতীয় গ্রন্থাবলীর পাইকারী ও খুচরা পরিবেশক **

প্রকাশনায়
জাগরণ প্রকাশনী
১৫৫, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৮১৯৮৬৩৫৭৬